Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 145– 145
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

রবীন্দ্র উপন্যাসে ব্যতিক্রমী নারী : প্রেক্ষিত ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের বিমলা চরিত্র

অস্মিতা রায়
সহকারী শিক্ষিকা, ডিব্রুগড় (আসাম)
ইমেইল : informasmitaroy@gmail.com

Keyword
ব্যতিক্রমী, স্বাতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, যুগোত্তীর্ণ, আধুনিক, প্রাগ্রসর।

Abstract
বর্তমান কালে নারী স্বাধীনতা, নারীর অধিকার, নারীর মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় গুলো নিয়ে যেমন সকলেই সোচ্চার, কিন্তু কিছুদিন পূর্বেও আমাদের সমাজের অবস্থা এমন ছিল না। তখন নারী শুধুমাত্রই অন্তঃপুরবাসিনী, পরাশ্রিত, স্বামীগতপ্রাণা, অবলা রূপেই সংসারে নিজের পরিচয় পেয়েছিল। নিজের অধিকার বা দাবী সম্বন্ধে তারা কখনোই মুখ খুলতে পারেনি। কেবল সংসারের যাতাকলেই পৃষ্ঠ হয়ে এসেছে সে। কিন্তু দীর্ঘদিনের অবহেলা ও অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে এবার নারী স্ব-মহিমায় নিজের পরিচয় পেল সংসারে এবং এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রচ্ছন্ন ঘেরাটোপকে অতিক্রম করে নিজের স্বাতন্ত্র এবং নিজস্বতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হল। বিশেষ করে সাহিত্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে নারীরা নিজেদের অধিকার নিয়ে নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে আসলেন পাঠক দরবারে। কারণ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও জীবনকাল অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সমস্ত বিশ্ব জুড়েই আধুনিকতার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্ত ক্ষেত্রেই এই যুগের হাওয়া বইছিল। রবীন্দ্রনাথও এই নতুনত্বের স্বাদ আত্মস্থ করেছিলেন এবং সাহিত্যে তার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছিলেন। এই ভাবধারার বশবর্তী হয়েই তিনি বিশেষ করে তাঁর কথাসাহিত্যের নারী চরিত্র গুলোকে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মগরিমায় উজ্জ্বল চরিত্ররূপে এঁকেছেন। তাই তো ‘বিমলার’ মত ব্যতিক্রমী নারী চরিত্রের আগমন ঘটল রবীন্দ্র উপন্যাসে। তাই সমকালীন কথাসাহিত্যের নারী চরিত্র গুলো থেকে বিমলা চরিত্রের স্বাতন্ত্র, অভিনবত্ব ও আধুনিকতার বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

Discussion

মানুষ যুগে যুগে ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দুর্নীতি, শোষণ-পীড়ন-অনাচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই হল প্রতিবাদ। এর মধ্যে দিয়েই বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এর ফলে সমাজের সংস্কার ঘটে। মানুষ সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। ‘বিদ্রোহ’ শব্দটির অর্থ হল বশ্যতা বা আনুগত্য অস্বীকার করা। এই প্রতিবাদ আদিম যুগ থেকে শুরু করে এখনো চলে আসছে। এই প্রতিবাদের সূতিকাগৃহ

হচ্ছে বৈষম্য ও অসংগতি। সেই সুদূর আদিম সমাজ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সবলরা দুর্বলের উপর অত্যাচার চালিয়ে আসছে নারী পুরুষ নির্বিচারে। অবশ্য আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ওপর নির্যাতনের পরিমাপটা কিছুটা অধিক মাত্রাতেই হয়ে এসেছে- এতে কোনো সন্দেহ নেই।

"নারী নির্যাতিত পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে
নারী নির্যাতিত ঘরে, ঘরের বাইরে,
নারী নির্যাতিত চুল তার কালো বা সোনালি
চোখ তার বাদামি বা নীল।"[১] (নারী)

আর সমাজের প্রচলিত প্রথা যদি জনস্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়- তখন তার বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। প্রতিবাদের বিভিন্ন রূপগুলো যখন ভাষার মাধ্যমে রূপায়িত হয় তখনই তা প্রতিবাদী ভাষারূপে চিহ্নিত হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখি এই প্রতিবাদী ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রকে অবলম্বন করে। বিশেষ করে রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে বিভিন্ন নারী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এই প্রতিবাদী ব্যতিক্রমী চিন্তাধারার প্রকাশ পেয়েছে। আর এই ভাবেই 'বিমলা'র মত চরিত্র স্ব-মহিমায় প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্র উপন্যাসে। যুগ যুগ ধরে নারীর পুঞ্জিত শোষন অত্যাচারের বিরোধীতা করে একেবারে আধুনিকতার চরমে এসে দাঁড়িয়েছে বিমলা পাঠক সমাজের কাছে।

অবশ্য 'বিমলা' চরিত্র বিশ্লেষণের পূর্বে আমাদের অবশ্যই লক্ষ্যনীয় বিষয় হবে বিমলার ব্যতিক্রমী সত্তার পরিচয় জানা। আর সেই উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রপূর্ব কথাসাহিত্যিক বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিভিন্ন নারী চরিত্রগুলো নিয়ে একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিরাট কাল পর্ব জুড়ে বঙ্কিম সাহিত্যের যে উজ্জ্বল চ্যুতি তার কিরণ ছটা বিংশ শতাব্দীতেও ধূসর হয়ে যায় নি। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্কিম যে ভাবে শিক্ষায়, মননে, সৃজনশীলতায় বাঙালির চিত্তকে অভিষিক্ত করলেন- তা সত্যিই অতুলনীয়। অবশ্য তিনি বাঙালি সমাজকে নতুনত্বের স্বাদ দিলেও রক্ষনশীল ধারায় কিছুটা পেছনের দিকেও ঠেলে দেন। নতুন পুরানোর দ্বন্দ্ব সংঘাত যেমন সামাজিক অবয়বে একই ভাবে সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও। আর তাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অদ্ভুৎ শিল্পসত্তায় সমৃদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃষ্টিশীল আঙিনাকে তৎকালীন সমাজ আলোকেই চিত্রিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। নারীর অবস্থাও ছিল শোচনীয়। যদিও ইতিমধ্যে নারী জাতির অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু আইন, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মের শক্ত গাঁথুনীতে জড়িয়ে থাকা মানুষের পক্ষে তার থেকে বেরিয়ে আসা সত্যিই দুঃসাধ্যকর ব্যপার। আর তাই বঙ্কিম সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলো প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে কোনো ভাবেই আলাদা ছিল না। বিশেষ করে 'বিষবৃক্ষের' কুন্দনন্দিনী এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' রোহিনী চরিত্র- যা সমকালীন অঙ্গনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। অবশ্য চরিত্রগুলোকে সামাজিক অভিশাপ থেকে মুক্ত করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তাই তো অনুশোচনায় বিষ পান করে কুন্দ মৃত্যু বরণ করে ও ভ্রমর বৃত্তিচারিণী রোহিনীর পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু হয়। রবীন্দ্র সাহিত্যেও বঙ্কিমের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। উপন্যাসে তো অনেকখানি। নারী চরিত্র চিত্রনে এবং নারীর সামাজিক অবস্থা নির্ধারণে রবীন্দ্রনাথের অনেক সময় লেগেছে বঙ্কিমচন্দ্রের বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে। ঐতিহাসিক ধারা নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমেরই অনুগামী বলা চলে। নবজাগরণের সুফল-কুফল যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, একইভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সম্ভারেও। রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণায়' এর সচেতন অভিব্যক্তি। 'রাজর্ষি' এবং 'বউঠাকুরাণীর হাট- এখানেও রবীন্দ্রনাথ সমকালীন সাহিত্যিক অঙ্গনের প্রচলিত ধারা থেকে বিচ্যুত হতে পারেন নি। আর 'চোখের বালি' উপন্যাসের 'বিনোদিনী' চরিত্রটিকে শুরুতে যেভাবে নবজাগরণের নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তার অন্তিম পরিনতি সে ভাবে হয় নি। ইচ্ছা অনিচ্ছার বিরোধের সর্বশেষ পর্যায়ে বিনোদিনী তার সমস্ত মহিমা হারিয়ে ফেলেছে। বিধবা বিনোদিনী ঘর বাঁধার স্বপ্ন থেকে বিতারিত হয়। সমকালীন সমাজ তাঁকে আপন বৈশিষ্ট্যে বাঁচতে দেয় না। কাশীতে হয় তার শেষ আশ্রয়। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের নারী চরিত্রে বাল্যবিবাহের সংখ্যাই বেশী। কিশোরী মেয়ের বিয়ের সংখ্যাও হাতে গোনার মতো। আর প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর বিয়ে বলতে 'মহামায়া' গল্পের মহামায়ার বয়স একেবারে চব্বিশ, 'হৈমন্তী' গল্পের হৈমন্তীর বয়স সতেরো। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুর বয়স আঠারো আর 'নৌকাডুবি'র কমলার বিয়ে হয় পনেরো বছর বয়সে। আধুনিক শিক্ষার শিক্ষিত 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের

বয়সও একটু বেশী। 'চতুরঙ্গের' দামিনী ছাড়া বিধবা বিবাহ নেই বললেই চলে। আসলে সময়ের দাবি মিটিয়ে সমকালীন সমাজকে যুগোত্তীর্ণ করা আসলে সহজ কোন ব্যপার নয়। তবুও রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী মুক্তির দরজা যে কিছুটা হলেও উন্মুক্ত হয়েছে- একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তিনি নারীকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে। একজন পুরুষ হয়ে নারী মনের আনাচে কানাচে অবাধে প্রবেশ করতে সক্ষম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নারী হৃদয়ের অতলে অবগাহন করে কবিগুরু নারীকে শুধু অন্তঃপুর বাসিনী কন্যা-ভগিনী-জায়া বা মাতা হিসাবে নয়, প্রকৃত মানবসত্তায় পুরুষের সহযাত্রী রূপে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তাই তো রবীন্দ্রসাহিত্যে আমরা বেশ ক'জন নারীকে পাই যারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে আধুনিকতার প্রতীক হয়ে আলো জ্বালিয়েছেন। 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণাল চরিত্রে এঁকেছেন নারীর সামাজিক স্বাধীনতার কথা। যেমনটা এনেছেন ছোটগল্প 'সমাপ্তির' মৃন্ময়ী, 'ল্যাবরেটরির' সোহিনী অথবা 'শাস্তি' গল্পের চন্দরা চরিত্রের মাধ্যমে। আর 'শেষের কবিতায়' লাবন্য এসেছে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সমাজে নারী বন্দীর গতানুগতিক প্রথা ভাঙা আধুনিক ভূমিকায়। তাকে আমরা দেখেছি মুক্ত, স্বাধীন এবং আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে। 'গোরা' উপন্যাসের নায়িকা সুচরিতা গোরাকে দিয়েছে নবভারতবর্ষের চেতনা। যে নারীর স্থান গোরার জীবনে ছিল শুধু যার ঘরে সতীলক্ষী গৃহিনীর আসনে, তাকে সুচরিতা প্রতিষ্ঠা করেছে ব্যক্তির হৃদয় মন্দিরে, ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বব্যপী সমস্ত মঙ্গল ভাবনায়। তাই সুচরিতার হাত ধরেই গোরা তার নতুন উপলব্ধিতে উন্নীত হতে চেয়েছে। এভাবেই রবীন্দ্র সাহিত্যের সব নায়িকাই নারী মুক্তির মশাল জ্বেলেই উদ্ভাসিত হয়েছে।

এই সূত্রেই বলা যায়, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের কথা। এর গঠন প্রণালী সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> "ঘরে-বাইরে খুব তত্ত্ববহুল উপন্যাস। ইহার পত্রে পত্রে ভাবাইবার অনেক কথা আছে। তত্ত্বের অনবদ্য মীমাংসা বা ব্যাখ্যানের অপেক্ষায় উপাখ্যানটি কোথাও বসিয়া থাকে নাই। তত্ত্ব ব্যাখ্যানের গতিমুখে উপাখ্যান অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বসিয়া থাকে নাই। তত্ত্ব ব্যাখ্যানের গতিমুখে উপাখ্যান অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তত্ত্ব ব্যাখ্যানে এইরূপে উপন্যাসের রসমূর্তির ভিতরে অপরিহার্য অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইহার একটি আলোচনা বাদ দিলে তার পরের অংশের গ্রন্থিসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইবে।"[২]

এবার উপন্যাসের নায়িকা বিমলার কথায় আসা যাক। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন 'রমনীর মন/সহস্রবর্ষেরেই/সাধনার ধন'- আর তাই তো নিখিলেশকেও অনেক যন্ত্রণার সমুদ্র পার করে বিমলার প্রেমকে জয় করতে হয়েছে। বিবাহিতা স্ত্রীর প্রেমও বিধাতার দানের মতো অনায়াসলব্ধ এবং নিষ্কণ্টক বলে সে তার মর্যাদা হারায়। তাই সন্দীপের মোহমুক্ত বিমলাকে অনেক কান্নার মূল্যে হারিয়ে পেয়েছে নিখিলেশ।

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস রচনা করলেও এখানে তিনি নারী স্বাধীনতা ও অধিকার বিষয়ক তাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি জিজ্ঞাসাই ছিল যে -

> "সমাজ বিশেষ করে সংসারে স্বামী যদি নারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় জীবনাচরণের ক্ষেত্রে, সেই অধিকার বহন করার জন্য নারী কতখানি প্রস্তুত। কারণ মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার চেয়েও অনেক কঠিন কাজ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে নিজস্বতা বজায় রেখে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা। এই জিজ্ঞাসা থেকেই রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস।"[৩]

আবার চরিত্র বিশ্লেষণে দেখতে পাই— 'এই উপন্যাসে প্রধান তিনটি চরিত্র বিমলা, তার স্বামী নিখিলেশ এবং নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ। নিখিলেশের শান্ত সংযত জীবনাদর্শ এবং বিমলার নিরুদ্বিগ্ন পাতিব্রত্য হঠাৎ বাধা পেল স্বদেশসেবী বলে পরিচিত সন্দীপের আবির্ভাবের ফলে। লোলুপ, উদ্ধত, অবিনয়ী, আবেগ-উন্মত্ত সন্দীপ দেশ সেবকের ছদ্মবেশে বিমলার শান্ত প্রসন্ন মনটিকেও উত্তেজিত করে তুলল। সন্দীপের প্রচণ্ড আবেগের পিচ্ছিল মত্ততায় বিমলাও কিছুটা স্খলিত হয়ে পড়ে। সন্দীপ 'বন্দে মাতরম্' বলে তার (বিমলার) মন ভোলাতে চাইলেও আসলে সে নারী রূপকেই লালসার দৃষ্টিতে বন্দনা করেছে। শেষ পর্যন্ত স্বামী নিখিলেশের ধৈর্য ও মহানুভবতায় বিমলা নিজের আবিল অবস্থাকে ঘৃনাভরে পরিত্যাগ করে। উদার বিশ্বের বৃহত্তর পটভূমিকায় আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করল, ঘরের বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে

বাইরের জগতেও তাকে আমন্ত্রণ করে নিল।'[৪] তাই তো দেখি তিনটি চরিত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সজীব চরিত্ররূপে বিমলাই আত্মপ্রকাশ করেছে-

> "বিমলার প্রেম জীবন অপেক্ষা সাংসারিক জীবনেরই উপর অধিক জোড় দেওয়া হইয়াছে- স্বামীর প্রেম হারাইবার সম্ভাবনা অপেক্ষা সংসারের কর্ত্রী-পদচ্যুতি ও নিষ্কলঙ্ক সুনামে কলঙ্কস্পর্শের ভয়ই তাহার গুরুতর চিন্তার কারণ হইয়াছে। মোহর চুরিও অমূল্যকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া পাঠানোর ব্যাপারেই তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব খুব তীব্র আবেগময় হইয়াছে। সর্বশুদ্ধ বিমলা তাহার আত্মাভিমান, তাহার প্রশংসা লোলুপতা, তাহার আধিপত্যপ্রিয়তা, তাহার নারী সুলভ অস্থিরসতিত্ব ও চিত্তচাঞ্চল্য লইয়া সর্বাপেক্ষা সজীব চরিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"[৫]

এই উপন্যাসে বিমলা ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী এক নারী। বিমলার এই বিশ্বাস ও চেতনা নির্মাণে তার স্বামী নিখিলেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিমলাকে সে নিজের বাড়ির আঙিনাতেই ইংরেজি শিক্ষা দেয়, ইংরেজি কায়দা কানুন শেখায় যাতে সে মুক্তচিন্তা ও মুক্তচর্চা করতে পারে। উপন্যাসে নিখিলেশ বিমলাকে বলে – "তাই তো আমার ইচ্ছে, আমি কথাও কইব না, চুপও করব না। তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবল মাত্র ঘরকর্নাটুকু করে যাওয়ার জন্য তুমি নও নি, আমিও হইনি, সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে"।

রবীন্দ্রনাথ বিমলা চরিত্রের মধ্যে আবহমান বাঙালি নারীর রূপ যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি বিমলার মধ্যে আধুনিক নারীর প্রতিরূপও নির্মাণ করেছেন। মূলত এই দুই ধারার মনস্তাত্ত্বিক আকর্ষণ-বিকর্ষণে 'বিমলা' চরিত্রটি বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে আমাদের সাহিত্যে প্রাগ্রসর নারীর প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ বিমলা চরিত্রের আবহমান বাঙালি নারীর রূপ তুলে ধরেছেন – "মনে আছে, ভোরের বেলায় উঠে অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হত আমার সিঁথির সিঁদুরটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। একদিন তিনি হঠাৎ জেগে হেসে উঠে বললেন, ও কী বিমলা, করছ কি? আমার সে লজ্জা ভুলতে পারব না। তিনি হয়তো ভাবলেন, আমি লুকিয়ে পুণ্য অর্জন করছি। কিন্তু নয়, নয় আমার পুণ্য নয়- সে আমার নারীর হৃদয়, তার ভালোবাসা আপনিই পূজা করতে চায়"।

আবার বিমলার মধ্যে আধুনিক নারীর ভাবনা উঠে আসে এই ভাবে – "এমনি আমার কপাল, আমার স্বামী আমাকে সেই পূজার অবকাশ দিতে চাইতেন না। সেই ছিল তাঁর মহত্ব। তীর্থের অর্থ পিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্য কাড়াকাড়ি করে, কেন না সে পূজনীয় নয়। পৃথিবীতে যে কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবি করে থাকে। তাতে পূজারি ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের একশেষ"।

রবীন্দ্রনাথ বিমলা চরিত্রের মধ্যে পাতিব্রতা, আধুনিক নারীর মনন সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি। তাতে কামনামত্ততা ও প্রবৃত্তিতে পড়ার আশ্চর্য ক্ষমতাও সৃষ্টি করেছেন। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের হাতে বিমলা চরিত্রটি এতই আধুনিক নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ যে, সুদর্শন আদর্শ প্রেমময়ী স্বামী থাকা সত্বেও প্রবৃত্তির তাড়নায় পরপুরুষ সন্দীপে আসক্ত হল। নারীর এই রূপ বাংলা সাহিত্যে এমনভাবে রবীন্দ্রনাথের আগে এত সার্থক করে তুলতে পারেন নি কেউ। নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরুচির প্রয়োগের কারণে বিমলা এতটা আধুনিক। বস্তুত বলা যায়-

> "বিমলা চরিত্র আর একদিক দিয়াও লক্ষ্য করিবার বিষয়। গ্রন্থমধ্যে সেই লেখকের সহিত সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে একাঙ্গীভূত হইয়াছে। একমাত্র সেই লেখকের ভবিষ্যদ জ্ঞানের অধিকারিণী হইয়া শেষ ফলের আলোকে বর্তমান ঘটনা নিরীক্ষণ করিয়াছে।"[৬]

পরপুরুষ সন্দীপের প্রতি তার আকর্ষণ দেহগত নয়, মানসিক ও দর্শনগত- এও বিমলা চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কারণেই। বিমলা চরিত্রের সন্দীপের প্রতি মানসিক ও দার্শনিক উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন এই ভাবে – "... কিন্তু সন্দীপকে যে দেখাতে হবে আমার শক্তি কত। তাঁর কাছে আমি যে শক্তিরূপিনী। তিনি তাঁর আশ্চর্য ব্যাখ্যার দ্বারা বারবার আমাকে এই কথাই বুঝিয়েছেন যে, পরমশক্তি এক-একজন বিশেষ মানুষের কাছে এক-একজন বিশেষ মানুষরূপে দেখা দেন"।

এভাবে সন্দীপের মনগড়া স্তুতি বাক্যে আচ্ছন্ন হয়ে বিমলা তাকে নিয়ে গভীর উপলব্ধির জগৎ তৈরী করে এবং একটা পর্যায়ে নিখিলেশের পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় বিমলা। কিন্তু বাঙালি নারীর আদর্শরূপও ধরে রাখতে চাইলেন বিমলার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ। বাইরের জগতে বিমলা প্রতিষ্ঠা পেলেও ঘরের বন্ধন যে আরো সত্য- "জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই যে উষাসতীর দান দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে। তবু কি সে নষ্ট হবার?" বিমলা ফিরে আসে নিখিলেশের কাছে। জীবনের শুভবোধ, আদর্শবাদীতার ওপর আস্থা ও সর্বোপরি তথাকথিত সতীত্বের অহংকারের কারণে সে বাইরে থেকে নিজেকে ঘরে স্থাপিত করতে পেরেছিল এবং ঘরে-বাইরের টানাপোড়েন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিল। নারীশিক্ষা, স্বাধীনতা আর অধিকার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে এই বিমলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

'আমি আগুনের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছি, যা পোড়বার ছিল তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই-' বিমলার এই উক্তি তার মতো অনেক সংগ্রামী নারীরই মনের কথা। রবীন্দ্রনাথের পূর্বতন বা সমসাময়িক তো বটেই, একুশ শতকের অনেক কথাশিল্পীও নারী অধিকারের সদম্ভ ঘোষনায় রবীন্দ্রনাথের মতো নিঃসঙ্কোচ হতে পারেন নি। তাই তো বিমলার মতো ব্যতিক্রমী নারী চরিত্রকে লাভ করেছি আমরা, যে আধুনিক, যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল অথচ গৃহী চেতনালব্ধ। তাই তো আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মগরিমায় উজ্জ্বল বিমলার মত চরিত্র আমাদের জীবন ও সাহিত্যে এখনো অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয়।

তথ্যসূত্র :

১. নাসরিন, তসলিমা, "নারী", নির্বাসিত নারীর কবিতা, প্রকাশক : সুবীর কুমার মিত্র, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ১৯৯৬, পঞ্চম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ২৪

২. উল্লেখ্য- সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র, "রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস,৬" বিশ্বনাথ দে, রবীন্দ্র বিচিত্রা, প্রকাশক: শ্রী নির্মল কুমার সাহা, প্রথম প্রকাশ- কবিপক্ষ, ১৩৭৯, পুনর্মুদ্রণ- বৈশাখ, ১৩৯৪, ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা- ৭০০০৭৩, পৃ. ৭৭-৭৮

৩. সোম, সুস্মিতা, "রবীন্দ্রভূবনে পরম-প্রেম-প্রকৃতি", এম. এস. পাবলিকেশন, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, মালদা বইবেলা- ২০০৯, পৃ. ১৯৮

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ- ২০০৮-২০০৯, পৃ. ৫০২

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার, "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা", প্রকাশক : শ্রী দীনেশ চন্দ্র বসু পঞ্চম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৩৭২, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা- ১২, পৃ. ১৬৯

৬. প্রাগুক্ত

গ্রন্থপঞ্জি :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "ঘরে বাইরে", রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র (অখণ্ড সংস্করণ), প্রকাশিকা: মলি চ্যাটার্জী, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ- বইমেলা ২০০৬, মুদ্রণে: এস. কে. এন্টারপ্রাইজ ২৪ এ, রাধানাথ চৌধুরি রোড, কলকাতা- ৭০০০১৫